গাংনীর কাথুলী ইউপি নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী আতিয়ার রহমানের র্যালী

মেহেরপুরের গাংনীর ১ নং কাথুলী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান মনোনয়ন প্রত্যাশী উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান নেতাকর্মীদের নিয়ে মোটর সাইকেল র্যালী করেছে। গতকাল শনিবার বিকেলে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মোটর সাইকেল র্যালীটি প্রদক্ষিণ করে।

এ সময় প্রায় তিন শতাধিক মোটর সাইকেল র্যালীতে অংশগ্রহণ করে। র্যালী শেষে নেতাকর্মীরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করার জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের বাসভবনে আসেন।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ডের রেজাউল চত্বরে কুষ্টিয়ায় স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, উপজেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি আলমাস হোসেন, সহ-সভাপতি অশোক চন্দ্র, পৌর কৃষকলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলালউদ্দিন রেন্টু।

এ সময় শ্রমিকলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কমরেড আব্দুস সাত্তার, কাথুলী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি আঃ মান্নান, ধানখোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগ সভাপতি ওবাইদুল্লাহ, সাবেক ছাত্রনেতা আঃ রকিব মাস্টারসহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে দরবার রক্ষার্থে ভক্ত ও গ্রামবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ওলিনগর গ্রামের মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান এর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তানের দায়িত্বে রেখে যাওয়া পবিত্র দরবার শরীফ রক্ষা করতে ও দরবারের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারের প্রতিবাদে গ্রামবাসী এবং বিভিন্ন এলাকার সাধু-সম্প্রদায় মানববন্ধন করেছে। গতকাল শনিবার বিকেল ৪টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ওলিনগর মদন মাস্তানের দরবার শরীফের সামনের সড়কে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

দরবার শরীফ কমিটির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম বাদশার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমানের বড় ছেলে সিরাজুল ইসলাম, মরহুম বীরমুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমানের ভাই ও দরবার শরীফের সম্পাদক বর্তমান খাদেম জালাল উদ্দীন ফকির ও নিয়ামত আলীসহ ভক্তবৃন্দ।

সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমার বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় ওলিনগর মৌজার, ১৯১ নং খতিয়ানের ৩০৭ দাগের ৭ শতক জমি সবটুকু আলফাজ উদ্দীন (মদন মাস্তান) দরবার শরীফের নামে ১৯৮৯ সালে রেজিঃ করে দেয়। পরবর্তিতে মরহুম হাফিজুর রহমান মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্বিতীয় স্ত্রী নুরুন্নাহার আক্তার ও তার মেয়ে হাবিবা নওসীন সাধনা চিকিৎসার নাম করে বাড়ী থেকে বিভিন্ন সময়ে বাহিরে নিয়ে যায়।

মেহেরপুরে চলছে চিকিৎসার নামে গলা কাটা বাণিজ্য

এম এফ রুপক/ ফয়সাল আহমেদ:

হাসপাতাল আছে, আছে যন্ত্রপাতি, ঔষধ সরবারহ হচ্ছে নিয়মিত, আছে

চিকিৎসক, আছে নার্স-আয়াসহ কর্মকর্তা কর্মচারী। শুধু নেই কাক্সিক্ষত চিকিৎসা সেবা। জেলা শহর থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লী পর্যন্ত সবখানেই অভিন্ন অবস্থা। চিকিৎসকের বদলে নার্স, ওয়ার্ডবয়, আয়াসহ দালালরা নানা কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ। হাসপাতালে প্রশাসনিক বিভাগ তৎপর থাকলেও থামানো যাচ্ছে না তাদের। সরকারি স্বাস্থ ব্যবস্থার অবহেলার সুযোগে প্রাইভেট ক্লিনিক ও চিকিৎসকের অযথা টেস্ট করানোর প্রবণতাকে পুজি করে এ জেলার অধিবাসিদের প্রতিদিনই চিকিৎসার নামে গলা কাটা হচ্ছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের জন্য আছে আর্কষণীয় ও লোভনীয় কমিশন। সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করাতে পারলেই শতকরা ৪০ ভাগ কমিশন যায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা দালালদের পকেটে।

তেমনি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষার নামে রোগী পাঠানোর বিনিময়ে পেয়ে থাকেন একই কমিশন। এ কমিশন বাণিজ্যের কারণে চিকিৎসা ব্যয় বেড়েছে বহুগুন। “যত টেস্ট তত কমিশন” এ নীতিতেই চলছে চিকিৎসা বাণিজ্য। কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেতে হবে সেটাও বলে দেন চিকিৎসক। সরকারি হাসপাতালের একশ্রেণীর চিকিৎসকের সহায়তায় ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিকদের যথেষ্ট টেস্ট-বাণিজ্য চলছে বছরের পর বছর। ডায়াগনস্টিক প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সিটিস্ক্যান ৪ হাজার টাকা, এমআরআই ৪/৫ হাজার টাকা, প্রায় ২ শত ধরনের রক্ত পরীক্ষা ২শ’ থেকে শুরু করে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত নেয়া হয়। ভিটামিন-সি, ভিটামিন-ডি পরীক্ষা ৪/৮ হাজার টাকা, এফএনএসি (ফাইন নিডল এসপাইরেশন সাইটোলজি) ১ হাজার টাকা, হিস্টো ৬শ’/ ১ হাজার টাকা। এছাড়ও ইকো, আল্ট্রাসনোগ্রামসহ আছে অনেক জটিল পরীক্ষা। শুধু কমিশনের আশায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে রোগীদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে টেস্টের লিস্ট।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক জানান, অনেক দেখা যায় কোন হার্টের রোগীর ইসিজি করলেই যথেষ্ট, কিন্তু তার সাথে বা প্রথম বারেই ইকো করার জন্য প্রেসক্রাইব করেন চিকিৎসক। এক্ষেত্রে এক পরীক্ষায় একজন চিকিৎক ৮শ টাকা কমিশন পাবে।

গত বুধবার সকালে চিকিৎসা নিতে আসা ইয়াজ্জদীন আলী (৬৫) জানান, হাটুতে ব্যাথা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলাম। ছোট কাগজে দুইটি এক্সে, একটি রক্ত পরীক্ষা ও ডায়বেটিস পরীক্ষা দিয়েছে। আমার কাছে অতো

টাকা নেই বাপু। সামনের দোকান থেকে কিছু ব্যথার ঔষধ নিয়ে বাড়ি যাবো।

এছাড়াও হাসপাতাল ও ক্লিনিক গুলোতে ঔষধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টিভদের অত্যাচারতো আছেই। নিদিষ্ট ব্যান্ডের ঔষধ প্রেসক্রাইব করার জন্য নিয়মিত উপঢৌকন দিয়ে থাকেন তারা। রোগীর চিকিৎসকের রুম থেকে বেরোনোর সাথে সাথে হুমড়ী খেয়ে পড়ে নিজেদের কোম্পনীর ঔষধ প্রেসক্রাইব করেছে কিনা দেখার জন্য। আবার তথাকথিত ডাক্তার চেম্বারের নিজস্ব ফার্মেসি থেকেই রোগীদের বেশি মূল্যে ঔষধ কিনতে বাধ্য করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার মখলেছুর রহমান জানান, হাসপাতালকে দালাল মুক্ত করার জন্য কতৃপক্ষ কঠর ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা হাসপাতালের নিরাপত্তা ও দালাল মুক্ত করার জন্য পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে হাসপাতালে রোগীদের সর্বোচ্চ চিকিৎসেবা দেওয়া হচ্ছে।

রোগীদের সাথে নার্স ওয়ার্ড বয়ের অর্থ বাণিজ্যের বিষয়ে তিনি বলেন, যারা এখানে বিনা বেতনে চাকরি করে তাদেরকে আমরা নিজস্ব ফান্ড থেকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। তবে রোগীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। সেই সাথে অফিস চলাকালীন সময়ের বাইরে ডাক্তারদের তো অন্য জায়গায় রোগী দেখার সুযোগ দিয়েছে সরকার। সে ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নেই।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানবাধিকার এ্যাওয়ার্ড প্রদান

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উৎযাপন উপলক্ষে গতকাল শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে আমঝুপিতে মানব উন্নয় কেন্দ্র (মউক) মানবাধিকার এ্যাওয়াড প্রদান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে এ্যাড. মিয়াজান আলী সভাপতি করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন ও পি পি এ্যাড. পল্লব ভট্রাচার্য তরুন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলার ২০ জন মানুষকে সমাজে অবদান রাখায় সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

জাতির পিতার নাম বিহীন বাংলাদেশ আমরা কল্পনা করতে পারি না -ডিসি

মেহেরপুর জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খান বলেন, জাতির পিতা এবং বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য অংশ।জাতির পিতার নাম যেমন বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা যায় না তেমনি জাতির পিতার নাম বিহীন বাংলাদেশ আমরা কল্পনা করতে পারি না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য যারা ভেঙেছে তাদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে।

শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতির পিতার সম্মান, রাখবো মোরা অম্লান’ এ স্লোগানে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে মেহেরপুরের সরকারী কর্মকর্তাদের আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যবে ডিসি এ কথা বলেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোঃ মুনসুর আলম খান এর সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলার দায়রা জজ এস এম আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, সিভিল সার্জন ডা. মোঃ নাসির উদ্দিন, এবং মেহেরপুর জেলার প্রথম শ্রেণীর সকল কর্মকর্তাগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।এর আগে জেলা প্রশাসন কার্যলয় চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীর বামুন্দি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম শামীম হুসাইনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির গাংনীর বামুন্দি জোনাল অফিসের এজিএম শামীম হুসাইনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে চরগোয়াল গ্রামের কৃষক গোলাম হোসেনের ছেলে বুবেল হোসেন নামের এক ভুক্তভোগী। শনিবার দুপুরে গাংনী প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে ভুক্তভোগী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে লিখিত অভিযোগ পাঠ করেন।

সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানাগেছে,গত ০৭/০৭/২০১৯ ইং তারিখে চরগোয়ালগ্রামে অগভীর নলকুপ স্থাপন ও বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য উপজেলা সেচ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩৭টি স্কীম এর অনুমোদন দেয়া হয়। যার মেয়াদ ছিল ০৬ (ছয়) মাস। উক্ত তারিখের মধ্যে চরগোয়ালগ্রামের কায়েমুদ্দিনের ছেলে শহিদুল ইসলাম উক্ত সংযোগ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় অনুমোদন পত্রের শর্তানুযায়ী ০৬/০১/২০২০ ইং তারিখে তার স্কীমটি বাতিল বলে গন্য হয়।
ফলে আমার পিতা গোলাম হোসেন বিএডিসি উচ্চতর উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয়ে ২৬/০৮/২০২০ ইং তারিখে নতুন স্কীম নেয়ার আবেদন করেন। যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। প্রস্তুতি চলাকালে হঠাৎ করে প্রায় ২০ দিন পূর্বে স্কীম বাতিল হওয়া শহিদুল ইসলামকে তাড়াহুড়ো করে পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা সেচ কমিটির সভাপতি গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আমার পিতা গোলাম হোসেন একটি লিখিত অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিটির সেচ কমিটির বিএডিসির উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) শ্যামল হোসেনকে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। শ্যামল হোসেন ২৯/১১/২০২০ ইং তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া সম্পুর্ণ সম্পুর্ণ অবৈধ বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সেচ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ ০১/১২/২০২০ ইং তারিখে শহিদুল ইসলামের বিদ্যুৎ সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করার লিখিত নির্দেশ দেন।

কিন্ত অদ্যাবধি বিদ্যুৎ সংযোগটি বিচ্ছিন্ন না করে বামুন্দি পল্লী বিদ্যুৎ এজিএম শামীম হোসাইন বিভিন্ন ভাবে তালবাহানা করে চলেছেন। এ বিষয়ে দফায় দফায় উপজেলা সেচ কমিটির সভাপতি ও নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে বসেও পল্লী বিদ্যুৎ খোড়া যুক্তি দেখিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করছেন না। পল্লী বিদ্যুৎ এজিএম সংযোগটি বিচ্ছিন্ন না করায় অনৈতিক সুবিধা নিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এলাকাবাসী। তবে গোলাম হোসেন এর একটি সঠিক তদন্তের দাবী জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে। সেচ কমিটির সিদ্বান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বামুন্দি জোনাল অফিসের এজিএম রয়েছেন বহাল তবিওতে। উপজেলা প্রশাসস ও বিএডিসি’র সিদ্ধান্ত তিনি কেনো উপেক্ষা করছেন এমন প্রশ্ন করা হলে এজিএম শামীম হুসাইস কোনো মন্তব্য করতে চাইনি। আকতারুজ্জামান
মেহেরপুর

হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০ এর উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়।
সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন। এসময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম, আর এম ডাঃ মোঃ মোখলেছুর রহমান, পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, ইপিআই সুপার আব্দুস সালাম উপস্থিত ছিলেন।
সিভিল সার্জন ডাক্তার মোঃ নাসির উদ্দিন বলেন ৯মাস থেকে ১০বছর পর্যন্ত সকল শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা দেওয়া হবে। আজ ১২ই ডিসেম্বর

থেকে আগামী ৬সপ্তাহ পর্যন্ত এই টিকাদান কার্যক্রম চলবে ।

গাংনীতে ট্রাক্টর ট্রলি পুকুরে পড়ে চালকের মৃত্যু

মেহেরপুরে ট্রাক্টর ট্রলি পুকুরে পড়ে চালক রুহুল আমিনের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাতটার দিকে মেহেরপুরের গাংনীর গজারিয়া হেমায়েতপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

রুহুল আমিন গাংনী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া গ্রামের মৃত ইশারত আলীর ছেলে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, সকালে গাংনী থেকে ট্রাক্টর ট্রলি নিয়ে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়ক দিয়ে হাটবোয়ালিয়ার দিকে যাচ্ছিলেন রুহুল আমিন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গজারিয়া হেমায়েতপুর মসজিদের সামনের পুকুরে পড়ে যায় ট্রাক্টরটি। রুহুল আমিন ট্রাক্টরের নিচে পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।
এ প্রসঙ্গে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে মানববন্ধন

জাতির পিতার সন্মান রাখব মোরা অম্লান এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে কুষ্টিয়ার চার রাস্তার মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে মুজিবনগরে

মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের নেতৃত্বে উপজেলা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারি ফোরাম এর ব্যানারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা স্বাস্হ্য ও প:প: কর্মকর্তা ডা: মজিবুর রহমান,প্রানী সম্পদ অফিসার ডা: কাজী নজরুল ইসলাম,উপজেলা প্রকৌশলী শাহিন আক্তার,মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম,সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব,প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বেলায়েত হোসেন,তথ্য আপা তানিয়া খন্দকার সহ উপজেলা কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ অংশ নেন।

সরকারি স্কুল শিক্ষককে কাজীর খাতা সরবরাহের অভিযোগ

সরকারি বিধি অমান্য করে গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক আবু জাফরকে বিবাহ ও তালাক রেজি:খাতা সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে কাজী নুহুনাজিউল্লাহ’র বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত নুহু নাজিউল্লাহ গাংনী উপজেলার শোলটাকা ইউয়িনের কাজী হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। অথচ তিনি গাংনী পৌর এলাকার শিশিরপাড়ার বাসিন্দা আবু জাফরকে বিবাহ রেজিষ্ট্রি ও তালাকনামার খাতা সরবরাহ করেছেন। যা আইনগত বৈধ নয়।

গাংনী পৌরসভাও ৭ নম্বও সাহারবাটি ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজী মনিরুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। একই অভিযোগের একটি কপি দুদক’র কুষ্টিয়া আঞ্চলিক উপপরিচালকের কাছেও দেয়া হয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ষোলটাকা ইউপি নিকাহ রেজি: কাজী নুহুনাজিউল্লাহ

জানান, জাফরের কাছে এক সময় কাগজ পত্র ছিলো পরে তা আমি ফেরত নিয়ে আসি।

গাংনী সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী ধমীয় শিক্ষক আবু জাফর জানান, আমি কাজী নুহুনাজিউল্লাহ কাগজ পত্র কাজ করতাম। আমার নিজ নামে কোন অনুমতিপত্র নেই।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জানান তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মেহেরপুর, জানান আজ আমি কিছু বলিতে পারছিনা কাল যোগাযোগ করুন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গাংনী,জানান তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন হবে।

তবে গাংনী সাব-রেজিস্টার ও জেলা রেজিস্টারের সাথে যোগাযোগ করার চেস্টা করা হলে তাঁরা ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।